সমকাল

প্রকাশ : ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ ২১:২৬:১০আপডেট : ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ ২৩:৩০:২৯

জিডিপি নিয়ে আইএমএফের পূর্বাভাস অবাস্তব: মুহিত

বৃহস্পতিবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সংলাপ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি

বিশেষ প্রতিনিধি

চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) যে মন্তব্য করেছে, তার কঠোর সমালোচনা করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

তিনি বলেছেন, 'তাদের (আইএমএফ) প্রাক্কলন অবাস্তব। বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে চিরদিনই কম বলে সংস্থাটি। তবে, যখন জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়ে যায়, তখন তারা আমাদের সুরে সুর মেলায়।'

বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সংলাপ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন অর্থমন্ত্রী।

এর আগে সকালে সোনারগাঁও হোটেলে অর্থ মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক কর্মশালায় মুহিত বলেন, 'দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগে তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য দক্ষ মানবসম্পদ দরকার।'

এ জন্য সরকারি উদ্যোগ থাকতে হবে বলে জানান তিনি।

আইএমএফের 'আর্টিকেল-চার' শীর্ষক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৩ ভাগ হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। যদিও এবারের বাজেটে জিডিপির প্রাক্কলন ৭ শতাংশ।

ইআরডিতে কান্ট্রি ডায়ালগ সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আইএমএফের প্রতিবেদনটির বক্তব্য সম্পর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ক্ষুব্ধ মুহিত সাংবাদিকদের বলেন, 'আইএমএফের এই পূর্বাভাস বাস্তবের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশ্বব্যাংকও তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে একই পূর্বাভাস দিয়েছে। এদিক দিয়ে এডিবির পূর্বাভাস যৌক্তিক। এডিবি বাস্তব অবস্থা বুঝেই পূর্বাভাস দেয়। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, চলতি অর্থবছর আমাদের প্রবৃদ্ধি হবে ৭ শতাংশ।'

তিনি বলেন, 'ওয়েট অ্যান্ড সি'।

সমাপনী অনুষ্ঠানে ইআরডির সিনিয়র সচিব মো. মেজবাহ উদ্দিন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কান্ট্রি ডিরেক্টর কাজুহিকো হিগুচি, ইউএসএআইডির কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তাবিত জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল প্রকল্পটি অর্থ বিভাগের 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)' বাস্তবায়ন করছে। ২২টি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে এ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

এর মাধ্যমে আর্থিক সংকটে থাকা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে চলতি অর্থবছরে অর্থ সহায়তা দেওয়া হবে। সরকারের বাজেট বরাদ্দ, উন্নয়ন সহযোগীদের অনুদান, দেশের করপোরেট প্রতিষ্ঠানের সিএসআর তহবিলের অনুদান, রিক্রুটিং এজেন্সির চাঁদা ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের অনুদান দিয়ে এ প্রকল্পের তহবিল গঠন করা হবে। ভারত, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে এ ধরনের তহবিল রয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মুহিত বলেন, 'এ রকম একটি উদ্যোগ (মানবসম্পদ উন্নয়নে তহবিল গঠন) ১৯৮১ সালে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামসুল হক নিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়। কেন বন্ধ হয়েছিল তা কেউ জানে না। প্রায় ৪০ বছর পরে এসে আবারও সেই তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, 'যেসব প্রতিষ্ঠান মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করছে, তাদের সহায়তা করার জন্য তহবিল দরকার।'

এ কর্মশালার আয়োজন করে অর্থ মন্ত্রণালয়। অর্থ সচিব মাহবুব আহমেদ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কান্ট্রি ডিরেক্টর কাজুহিকো হিগুচি ও সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স বিয়েইট এলসেইসর এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

Print

ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫ ৮৮৭০১৯৫

ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১ ৮৮৭৭০১৯৬

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার

বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০

প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা - ১২০৮